সংবাদ

তারিখ 15 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

শেকৃবি'র গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত

করিম উদ্দিন

দীর্ঘ কয়েক বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম আবারও জোরালো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গবেষণা প্লটগুলোতে চলছে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শস্যের ওপর গবেষণা কার্যক্রম। তবে অর্থ সঙ্কট ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়বহির্ভূত কোন প্রকল্প বরাদ্দ না পাওয়ায় কার্যক্রম পরিচালনায় দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাসের কৃষিতত্ত্ব ও উদ্যানতত্ত্ব খামারে ধান, গম, সরিষা, ছোলা, গোলআলু, মুলা, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলি, লেটুস প্রভৃতি শস্যের ওপর স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা চলছে। উদ্যানতত্ত্ব খামারে মুলার জাত নিয়ে গবেষণা করছেন হর্টিকালচার অ্যান্ড পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক ড. এএফএম জামাল উদ্দিন। তিনি জানান, ওই খামারে জৈবসার ব্যবহার করে পরিবেশ বান্ধব ফসলের চাষ, বাংলাদেশী মুলার সঙ্গে জাপানি হাইব্রিড মুলার চাষ, গাজরের সঙ্গে মধ্য ফসল হিসেবে লালশাক ও পালংশাকের চাষ এবং লেটুস চাষ নিয়ে স্নাতকোত্তরের ছাত্ররা গবেষণা করছে। এসব গবেষণার প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এএম ফারুক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ইনস্টিটিউট থাকা অবস্থায় এখানে পেয়ারা ও কলার প্রজনন এবং জাত নির্বাচন, ছত্রাক ও কৃষিজনিত গবেষণা, পানের জাত নির্বাচন, শিম জাতীয় ফসল, কাউপি, ঘাস প্রভৃতি ফসলের ওপর গবেষণা করা হতো। এছাড়াও ভেষজ উদ্ভিদ সর্পগন্ধার প্রজনন কেন্দ্রও এখানে ছিল বলে জানা যায়।

১৯৬৪ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় এর গবেষণা কার্যক্রম ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। পরবর্তী সময় ১৯৮৫ সালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর তৎকালীন কৃষি ইনস্টিটিউটের স্নাতকোত্তর কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গবেষণা কার্যক্রমে আগের ধারাবাহিকতা সীমিত হয়ে পড়ে।

তারপরও কিছু কিছু শিক্ষক নিজস্ব অর্থায়নে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর কোর্স বন্ধ হওয়ায় ছাত্রদেরও গবেষণার সুযোগ কমে যায়। ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের পর গত বছর আবার স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হলে পিছিয়ে পড়া গবেষণা কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু হয়।

স্নাতকোত্তরের ছাত্ররা নির্বাচিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণার সুযোগ পেলেও শিক্ষকরা তা পাচ্ছেন না। বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষকরা গবেষণা শুরু করতে না পারার পেছনে অর্থ সঙ্কট ও প্রকল্প না থাকাই মূল কারণ বলে জানালেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেমের (সাউরেস) পরিচালক প্রফেসর মো. সরুল আলম সরদার। তবে এ অর্থ সঙ্কটের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা ও নিজস্ব অর্থায়নে গত বছর সরিষার এক নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. শহিদুর রশিদ ভুঁইয়া। জাতটি ইতোমধ্যে কৃষকের মাঠে পরীক্ষণ শেষে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে জমা দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও কৃষি রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুর রাজ্জাক লবণাক্ততা সহনশীল বিভিন্ন জাতের ধানে জৈব রাসায়নিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের তিন বছর পরও উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ না পাওয়ায় গবেষণা কার্যক্রমে নানা সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এএম ফারুক বলেন, গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তবে এ জন্য গবেষণা খাতে পৃথক বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি খুবই জরুরি।